সমকাল

তারিখ 17 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৩ ... ২ ...

শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষের সংকটে পাঠদান ব্যাহত

■ মুক্তাগাছা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

মুক্তাগাছার শহীদ স্মৃতি সরকারি কলেজে ৫ বছর ধরে অনার্স কোর্স চালু হলেও চলছে সেই ডিগ্রি (পাস কোর্স) অবকাঠামো দিয়েই। তিনটি জেলার প্রবেশপথে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ এ কলেজটিতে শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। এতে সাড়ে ৮হাজার শিক্ষার্থী নিয়ে বিপাকে পড়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। শ্রেণিকক্ষের সংকট থাকায় বঞ্চিত হচ্ছেন অনার্স কোর্সে ভর্তি হতে আসা শত শত শিক্ষার্থী।

মুক্তাগাছার শহীদ স্মৃতি সরকারি কলেজ

জমিদার মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরীর পরিত্যক্ত বাড়িতে ১৯৬৭ সালে মুক্তাগাছা কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কলেজের অসংখ্য শিক্ষার্থী স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেন। কয়েকজন ওই যুদ্ধে শহীদও হন। তাদের স্মৃতির স্মরণে ১৯৭২ সালে কলেজের এডহক কমিটির সভায় সাবেক গণপরিষদের সদস্য খন্দকার আ. মালেক শহীদুল্লাহর প্রস্তাবে কলেজটি শহীদ স্মৃতি কলেজ নামে নামকরণ করা হয়। কলেজের সুনাম ছড়িয়ে পড়ায় ১৯৮০ সালে কলেজটি সরকারি হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়।

২০১০ সাল পর্যন্ত কলেজটি ডিগ্রি কোর্স নিয়েই পরিচালিত হয়। মুক্তাগাছায় কোনো কলেজে অনার্স কোর্স চালু না থাকায় শত শত শিক্ষার্থীকে উচ্চ শিক্ষার জন্য যেতে হতো ময়মনসিংহের বিভিন্ন কলেজে। এতে শিক্ষার্থীদের ব্যাপক কষ্ট হয়। তাদের কথা ভেবে ২০১১ সালে কলেজটিতে অনার্স কোর্স চালু করা হয়। এখানে বাংলা, ইংরেজিসহ ৭টি বিষয়ের ওপর অনার্স কোর্স চালু হয়। অনার্স কোর্স চালু হলেও চলছে সেই ডিগ্রি কলেজের সুযোগ-সুবিধা নিয়েই। এ কলেজে এখন সাড়ে ৮ হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছেন। এতে শ্রেণিকক্ষের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। পুরনো ভবনেই গাদাগাদি করে চলছে শিক্ষার্থীদের ক্লাস। পাশাপাশি সংকট দেখা দিয়েছে শিক্ষকের। অনার্সের প্রতি বিষয়ের জন্য শিক্ষক দরকার ৭ জন করে, সেখানে আছেন চারজন। বিজ্ঞান বিভাগের সাড়ে ৪শ' শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক আছেন মাত্র দু'জন। যে কারণে ডিগ্রি পাস কোর্সে বিজ্ঞান বিভাগ খোলা সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষার্থীদের জন্য নেই কোনো হোস্টেল। এতে দূর থেকে আসা শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে।

বাণিজ্যিক বিভাগের অনার্স তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী নাসরিন আক্তার বলেন, শ্রেণিকক্ষের তীব্র সংকট থাকায় অনেক সময় সঠিক সময় ক্লাস করা সম্ভব হয় না। দাঁড়িয়ে থাকতে হয় শ্রেণিকক্ষের বাইরে। অনার্স প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী সাব্বির ও আরিফ বলেন, হোস্টেল না থাকায় দূর থেকে আসা শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ক্লাসে আসা কষ্ট হয়।

অধ্যক্ষ প্রফেসর খান মো. কাইজার বলেন, কলেজের অবকাঠামো ও শিক্ষক সংকট দীর্ঘদিনের। ডিগ্রি কোর্সের সেই ১৯৮৩ সালের সুযোগ-সুবিধায় এখনও চলছে কলেজটি। তিনি বলেন ৬ তলা ভবনের বিল্ডিং প্ল্যান জমা দেওয়া হয়েছে অনেক আগেই। এর পরও কোনো উদ্যোগ নেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের।